দৈনিক ইনকিলাব

17

তারিখ ... FEB 16 2000 ...
পৃষ্ঠা 7 কলাম 7 .....

## অবসরপ্রাপ্ত একজন কলেজ

ঊনসত্তরের গণআন্দোলনের অন্যতম নায়ক স্মৃতির মিনার শিবপুর সরকারী শহীদ আসাদ সালে প্রতিষ্ঠিত ও ১৯৮৬ সালে সরকারীকৃত এ কলে প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ। ১৯৮০ সালের আত্তীকরণ বিধি অনুযায়ী বছরের একটানা অধ্যক্ষের অভিজ্ঞতা নিয়েও আমি সহকার অধ্যাপক পদে আত্তীকৃত হই। ১৯৮০ সালের বিধি অনুসারে আমার অধ্যক্ষ হিসেবে অভিজ্ঞতাটুকু পেনশন নয়, প্রমোশনের বেলায় বিবেচিত হওয়ার কথা ছিল। হলো না। কারণ, ৮০ বিধিমালায় ৭ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোকদের সহকারী অধ্যাপক হওয়ার কথা। অনেক অভিজ্ঞতাসম্পন্ন লোক একই কলেজে চাকরি না করার কারণে একেবারে লেকচারার হয়ে গেছেন। ১৯৮০ সালের এ অন্যায় বিধির একটি যৌক্তিক দাবী প্রতিষ্ঠার সংগ্রামেই আজ আমরা লিপ্ত।

১৯৮০ সালের এ বিধির প্রতিবাদ উঠেছিল আগেই। আর সরকার ও নীতিগতভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষকদের জন্য ১৯৮৫ সালের বিধিমালায় 'ই' এবং 'এফ' যুক্তকরণের ও মন্ত্রণালয় থেকে ভিত্তিতে চিঠিও আসে ক্ষতিগ্রস্তদের সরাসরি স্বপদে নিয়োগ দেবার জন্য। আজও সে ফাইল আলোর মুখ দেখেনি; এমনকি মন্ত্রণালয়ের ফাইলও নাকি গায়েব হয়ে যায় শুনেছি। আর একটি সূত্র ধরে জনাব আমীর হোসেন বাদী হয়ে আত্তীকৃত শিক্ষকদের দাবী আদায়ের সংগ্রামে হাই কোর্টে ও পরে সুপ্রীম কোর্টে কেস করেন।

এ কেসে আমরা বারবার জয়ী হই। সরকার বারবার সময় নেন, বারবার পরাজিত হন। শেষ পর্যন্ত জনাব আমীর হোসেনকে স্বপদে বহাল করে তাকে যাবতীয় আর্থিক সুবিধা ও সম্মান প্রদানে সরকার বাধ্য হন সুপ্রীম কোর্টের রায় অনুসারেই। কিন্তু ঐ রায়ে শুধু জনাব আমীর হোসেনকে স্বপদে বহাল করার কথা ছিল না; তাগিদ ছিল আমীর হোসেনের মত ক্ষতিগ্রস্ত সবাইকে স্বপদে বহাল করে আর্থিক সুবিধা প্রদানের। আলো কিন্তু আজো পায়নি খুঁজে আমাদের। আজো আছি সে তিমিরেই।

নতুন প্রজন্মের শিক্ষকদের কাছে আত্তীকৃত কলেজের পোস্টগুলো খুবই লোভনীয়, কিন্তু পূর্বতন শিক্ষকগণ যেন অপাংক্তেয়। সকলের যৌক্তিক দাবী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ উদার বোধটুকুই আজ বড় প্রয়োজন। আমাদের সকলের বোধোদয় হোক, শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলের টনক নড়ুক।

-মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম খান
প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ
ও
উপাধ্যক্ষ (অবঃ)
শিবপুর সরকারী শহীদ আসাদ কলেজ,
শিবপুর, নরসিংদী।